হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর মোবারক জীবনী

21 December 2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেন না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেন **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ্ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মনমুগ্ধকর ইরশাদ হচ্ছে: হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্যে দুনিয়ায় আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। **(ফিরদাউসুল আখবার, ২/৪৭১, হাদীস নং-৮২১০)**

পড়তা রাহোঁ কসরত সে দুরূদ উন পে সদা মে, অউর যিকির কা ভি শওক পায়ে গউস ও রযা দেয়।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।
(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله!,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালা মানুষের হিদায়ত এবং পথ প্রদর্শনের জন্য যে সকল পবিত্র বান্দাদের আপন বিধানাবলী পৌঁছাতে প্রেরণ করেছেন, তাদেরকে **"নবী"** বলা হয়, আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ঐ সত্ত্বা যাঁদের নিকট **আল্লাহ তায়ালার** পক্ষ থেকে ওহী আসতো। এই ওহী কখনো ফিরিশতার মাধ্যমে আসতো আবার কখনো কখনো কোন মাধ্যম ছাড়াই আসতো। আম্বিয়াগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام গুনাহ থেকে পবিত্র এবং তাঁদের আচরণও খুবই পাক পবিত্র হয়ে থাকে। তাঁদের নাম, বংশ, শরীর, বাণী, কর্ম, আচার স্বভাব সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং তারা ঘৃণা সৃষ্টিকারী বিষয় থেকে পবিত্র হয়ে থাকে, তাঁদেরকে **আল্লাহ তায়ালা** পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করেছেন। দুনিয়ার বড় বড় মেধাবীরাও (Intelligent) তাঁদের জ্ঞানের কোটি ভাগের এক ভাগের মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। তাঁদেরকে **আল্লাহ তায়ালা** অদৃশ্যের বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে থাকেন, তাঁরা রাত দিন **আল্লাহ তায়ালার** আনুগত্য ও ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন, বান্দাকে **আল্লাহ তায়ালার** বিধানাবলী পৌঁছাতেন এবং এর পথ নির্দেশনা দিতেন। ঐ সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام মধ্যে যাঁরা নতুন শরীয়ত নিয়ে এসেছেন

www.dawateislami.net

তাঁদেরকে **"রাসূল"** বলে। আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام পদমর্যাদায় পার্থক্য রয়েছে। কারো কারো পদমর্যাদা অন্যান্যের চেয়ে উচ্চ। সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা হচ্ছে আমাদের **আক্বা ও মওলা, সৈয়্যিদুল আম্বিয়া, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছেন খাতামুন্নবীয়্যিন অর্থাৎ সর্বশেষ নবী। **আল্লাহ তায়ালা** নবুয়তের ধারাবাহিকতা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে শেষ করে দিয়েছেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরপর কেউ নবুয়ত পেতে পারে না। যে ব্যক্তি **হুযুর পুর নুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর কারো নবুয়ত পাওয়াকে জায়িয মনে করে, তবে সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাবে অর্থাৎ কাফির হয়ে যাবে।

(কিতাবুল আকায়িদ, ১৫-১৭ পৃষ্ঠা)

আসুন! আজ আমরা **আল্লাহ তায়ালা**র নবীদের মধ্যে একজন অতি সম্মানিত নবী হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মুবারক জীবনির কিছু ঈমান সতেজকারী ঘটনা এবং তাঁর মুজিযাসমূহ সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো, কিন্তু এর পূর্বে তাঁর পরিচিত এবং তাঁর ফযীলত সম্পর্কে শ্রবণ করি।

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর পরিচিতি

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মুবারক নাম হলো ঈসা এবং ইবনে মরিয়ম হলো তাঁর উপনাম। **(তাযকিরাতুল আম্বিয়া, ৬৫৮ পৃষ্ঠা)** **কলিমাতুল্লাহ** (জন্মদাতা ছাড়া শুধুমাত্র **আল্লাহ তায়ালা**র পবিত্র বাক্য "কুন" দ্বারা জন্ম লাভকারী), **মসীহ** (স্পর্শ করে আরোগ্য প্রদানকারী), **ওয়াজিয়াহ** (সম্মানিত এবং মর্যাদাবান), **মুকাররাব** (**আল্লাহ তায়ালা**র নৈকট্য লাভকারী) এবং **সালেহ** (নেককার বান্দা) তাঁর উপাধী। **(তাযকিরাতুল আম্বিয়া, ৬৫৫ পৃষ্ঠা)** اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর শান ও মহত্বকে খুবই সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন এবং কিয়ামতের পূর্বে তাঁর আগমন ও এর নিদর্শনও বর্ণনা করেছেন। আসুন! বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি।

১. ইরশাদ হচ্ছে: আমি আমার পিতা হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর দোয়া এবং সবশেষে আমার আসার সুসংবাদ প্রদানকারী ছিলো হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, ১১/১৮২, হাদীস নং-৩১৮৮৬)**

www.dawateislami.net

২. ইরশাদ হচ্ছে: আমার এবং হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর মধ্যখানে কোন নবী নাই, তিনি (কিয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে) অবতরন করবেন, যখন তোমরা তাঁকে দেখবে তখন চিনি নিবে, তাঁর গায়ের রঙ লালচে ফর্সা হবে, উচ্চতা হবে মধ্যম, তিনি হালকা হলুদ রঙের দু'টি পোষাক পরিধান অবস্থায় থাকবেন, তা ভেজা অবস্থায় থাকবে না কিন্তু তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা পরবে, তিনি শুয়োরকে হত্যা করবেন, **আল্লাহ তায়ালা** তাঁর যুগে ইসলাম ছাড়া অবশিষ্ট সকল ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন, হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কানা দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন, চল্লিশ বছর দুনিয়ায় অবস্থান করার পর ওফাত গ্রহণ করবেন এবং মুসলমানরা তাঁর জানাযার নামায পড়াবে। (আবু দাউদ, ৪/১৫৮, হাদীস নং-৪৩২৪)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ তায়ালা** হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে প্রেরণ করবেন, তখন তিনি দামেশকের জামে মসজিদে সাদা পূর্ব পাশের মিনারে এই অবস্থায় অবতরণ করবে যে, তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام হালকা হলুদ রঙের পোষাক পরিহিত অবস্থায় থাকবেন এবং তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام দু'জন ফিরিশতার বাহুতে হাত রাখা অবস্থায় থাকবেন, যখন তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام মাথা অবনত করবেন তখন পানির ফোঁটা ঝরে পরবে আর যখন তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام মাথা উত্তোলন করবেন তখন মুক্তার মতো শুভ্র রূপার দানা ঝড়তে থাকবে। (মুসলিম, ১২০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৩৭৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর মুবারক জীবনির একটি আলোকিত দিক হলো যে, তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام খুবই সাধাসিধে স্বভাবের অধিকারী ছিলেন এবং বিনয় ও নম্রতার অশেষ দৌলত দ্বারা সমৃদ্ধ ছিলেন, তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام চাইলে খুবই আরাম আয়েশে জীবন অতিবাহত করতে পারতেন, ধন সম্পদের ভান্ডার জমা করে নিতে পারতেন, দামী পোষাক পরিধান করত পারতেন, উন্নত খাবার খেতে পারতেন এবং আলিশান প্রাসাদে থাকতে পারতেন কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান! তাঁর অনাড়ম্বরতার প্রতি, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام কখনো এরূপ করেননি, বরং তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নশ্বর দুনিয়ার প্রশান্তি এবং আরাম আয়েশকে ফেলে সর্বদা অনাড়ম্বরতা এবং বিনয় ও নম্রভাবে জীবন অতিবাহিত করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন আর অপরকেও এর উৎসাহ দিতে থাকেন।

www.dawateislami.net

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর অনাড়ম্বতা ও উপদেশ সমূহ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন সুলাইম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام অনুসারীদের নিকট এই অবস্থায় তাশরীফ আনলেন যে, তাঁর নূরানী শরীরে উলের জুব্বা এবং তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام একটি সাধারণ পাজামা পরিহিত অবস্থায় ছিলেন, খালি পায়ে ছিলেন এবং মাথায়ও কোন কাপড় ইত্যাদি ছিলোনা, ক্ষুধার কারণে তাঁর রঙ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিলো এবং তীব্র পিপাসার কারণে ঠোঁঠ একেবারেই শুকিয়ে গিয়েছিলো, তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নিজের অনুসারীদের সালাম করলেন এবং বললেন: হে বনী ইসরাঈল! যদি আমি চাই, তবে **আল্লাহ তায়ালা**র আদেশে দুনিয়া তার সকল নেয়ামত সহকারে আমার কদমে এসে যাবে, কিন্তু আমি এই বিষয়টি পছন্দ করিনা। হে বনী ইসরাঈল! তোমরা দুনিয়াকে সর্বদা নগন্য (গুরুত্বহীন) মনে করো, একে কোন গুরুত্ব দিওনা, এটি নিজেই তোমাদের জন্য নম্র হয়ে যাবে, তোমরা দুনিয়াকে নিন্দা করো, তোমাদের জন্য আখিরাত সজ্জিত হয়ে যাবে, এরূপ কখনোই করবে না যে, তোমরা আখিরাতকে পেছনে ছেড়ে দিলে আর দুনিয়াকে সম্মান ও মর্যাদা দিলে, নিশ্চয় দুনিয়া কোন সম্মানিত বস্তু নয় যে, একে সম্মান করতে হবে। দুনিয়া তো তোমাদের প্রতিদিন কোন না কোন নতুন আপদ বা ক্ষতির দিকে আহবান করে থাকে, সুতরাং এর ধোকা থেকে বেঁচে থাকো। অতঃপর বলেন: হে লোকেরা! তোমরা কি জানো যে, আমার ঘর কোথায়? লোকেরা বললো: হে **আল্লাহ তায়ালা**র নবী! আপনার ঘর কোথায়? তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: মসজিদ হলো আমার অবস্থান স্থল, আমার ক্ষুধার্ত থাকাই হচ্ছে আমার উদরপূর্তি (অর্থাৎ পেট ভরে খাওয়া), আমার পা হলো আমার বাহন, রাতে উজ্জল চন্দ্রই হলো আমার প্রদীপ (পথ প্রদর্শক), প্রচন্ড শীতের রাতে নামায আদায় করা আমার প্রিয় কাজ, আমার খাবার হলো শুকনো পাতা ইত্যাদি, জমিনের ঘাস এবং উদ্ভিদ আমার জন্য ফল (Fruits) স্বরূপ, এ থেকে পশুদের আহার মিলে, সেই সবজি এবং উদ্ভিদ আমি খেয়ে নিই, আমার পোষাক হলো উলের, **আল্লাহ তায়ালা**কে ভয় করা আমার আদর্শ এবং মিসকিন ও গরীবরা আমার প্রিয় বন্ধু। আমি এই অবস্থায় সকাল করি যে, আমার নিকট দুনিয়াবী জিনিসের কোন

www.dawateislami.net

জিনিস থাকেনা এবং এই অবস্থাতেই রাত অতিবাহিত করি যে, আমার নিকট দুনিয়াবী কোন জিনিস থাকেনা, কিন্তু তবুও আমি এই বিষয়ের তোয়াক্কা করিনা যে, অমুক ব্যক্তি অনেক ধনী। আমি আমার এই অবস্থায় নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান এবং অনেক বড় ধনী মনে করি (অর্থাৎ আমি এই অবস্থায়ও আমার **রব তায়ালা** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট)। তাঁর সম্পর্কে এমনও বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام একই উলের জুব্বায় নিজের জীবনের ১০টি বছর অতিবাহিত করে দিয়েছেন, যখন সেই জুব্বা কোথাও ছিড়ে যেতো তবে তার রশি দিয়ে বেঁধে নিতেন বা তালি লাগিয়ে নিতেন। (উয়ুনুল হিকায়ত, ১/১১৮)

রহো মস্ত বে'হুদ মে তেরী বিলা মে, পিলা জা'ম এ্যয়সা পিলা ইয়া ইলাহী!
মেরে দিল সে দুনিয়া কি চা'হাত মিটাকর, কর উলফত মে আপনি ফানা ইয়া ইলাহী!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনারা শুনলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কিরূপ অনাড়ম্বরতা পছন্দনীয়, ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্যকারী এবং ধর্মনিষ্ঠ ও অল্পেতুষ্ট, প্রচন্ড শীতের রাতেও নামায আদায় করা পছন্দকারী, খোদাভীতিতে ক্রন্দনকারী এবং গরীব ও মিসকিনের প্রতি সহানুভূতিশীল আর ধনীদের প্রতি উদাসীন ছিলেন। এবার আমরা তাঁর মুবারক জীবনকে সামনে রেখে ফিকরে মদীনা অর্থাৎ নিজের পরিসংখ্যান করি যে, আমরাও কি অনাড়ম্বরতা পছন্দ করি? আমরাও কি শীত ও গ্রীষ্মেও নামাযের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করি? আমাদেরও কি কখনো **খোদাভীতিতে** কান্না এসেছে? আমরাও কি গরীব ও মিসকিনদের ভালবাসি? আমরাও কি দুনিয়ার ভালবাসা থেকে পালিয়ে বেড়াই? আমরাও কি নিজের মাঝে আখিরাতের চিন্তার প্রেরণা পাই? **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে এরূপ ফিকরে মদীনা অর্থাৎ আখিরাতের চিন্তা করার এবং সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারায় নিয়মিত উপস্থিত হয়ে **আল্লাহ** ওয়ালাদের আলোচনা করতে এবং শুনতে থাকার তৌফিক দান করুন, যেনো এর বরকতে আমরা আমলকারী হয়ে যেতে পারি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সম্মানিত আম্মাজান رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا একজন কারামত সম্পন্ন **আল্লাহ**র ওলীয়া ছিলেন এবং **আল্লাহ তায়ালা** তাঁকেও কতিপয় বিশেষত্ব (Specialities) দ্বারা ধন্য করেছেন। আসুন! আমরাও সেই মহান মায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রবণ করি,

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর আম্মাজনের পরিচিতি

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মায়ের নাম হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا, মরিয়ম এর অর্থ **ইবাদতকারীনী** এবং **সেবিকা**। (তাফসীরে বাগভী, আলে ইমরান, ৩৬নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২২৭) হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর পিতার নাম ইমরান এবং মায়ের নাম হান্নাহ (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهَا) ছিলো। (আজায়িবুল কোরআন মায়া গারায়িবুল কোরআন, ৬৫ পৃষ্ঠা) হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا মাদারজাত (মায়ের গর্ব থেকেই) ওলীয়া ছিলেন। (সীরাতুল জিনান, ১০/৬০৫) হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا ছাড়া অন্য কোন মহিলার নাম কোরআনে করীমে আসেনি। (সীরাতুল জিনান, ১০/৬৩১) হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا জান্নাতি মহিলাদের সর্দার, সুতরাং **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জান্নাতি মহিলাদের সর্দার চারজন: (১) মরিয়ম (২) ফাতিমা (৩) খাদিজা (৪) আসিয়া (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ اَجْمَعِیْن)।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, ১২/৬৫, হাদীস নং-৩৪৪০১)

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর জন্মের পরও হযরত বাতুল, তায়্যিবা, তাহিরা সায়্যিদাতুনা মরিয়ম (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا) কুমারী ছিলেন এবং কুমারী অবস্থায় উঠবেন আর কুমারী অবস্থায়ই জান্নাতুন নাঈমে প্রবেশ করবেন, এমনকি **হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৪৬০)

আল্লাহ করম ইতনা গুনাহগার পে ফরমা,
জান্নাতা মে পরোসী মেরে আক্বা কা বানা দেয়। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১২ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! শুনলেন তো আপনারা! **আল্লাহ তায়ালা**র প্রিয় নবী হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সম্মানিতা আম্মাজান কিরূপ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং মহান মহিলা ছিলেন যে, যাঁর ফযীলত হাদীস শরীফে বিদ্যমান এবং যাঁর জান্নাতুন

www.dawateislami.net

নাঈমে ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর **আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হবে। তাঁর শান তো এরূপ উচ্চ যে, **আল্লাহ তায়ালার** কুদরতের বহিঃপ্রকাশ হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامও তাঁরই পবিত্র গর্বে তাশরীফ নিয়ে এসেছেন, কেননা তাঁর সম্মানিত সত্ত্বা থেকে কারামতের প্রকাশ শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

বিবি মরিয়মের গাছ এবং জিব্রাঈল আমীনের নদী

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: হযরত (সায়্যিদুনা) ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام হযরত বিবি মরিয়ম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর (পবিত্র) গর্ব থেকে পিতা ব্যতিত জন্ম লাভ করেছিলেন। যখন জন্মের সময় হলো তখন হযরত বিবি মরিয়ম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا লোকালয় থেকে কিছু দূরে একটি শুকনো খেজুর গাছের নিচে একাকী বসে গেলো এবং সেই গাছের নিচে হযরত (সায়্যিদুনা) ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর জন্ম হলো। যেহেতু তিনি (عَلَيْهِ السَّلَام) পিতা ব্যতিত কুমারী মরিয়ম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর (পবিত্র) গর্ব থেকে জন্ম নেন, তাই হযরত মরিয়ম (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا) খুবই চিন্তিত এবং উদাসী ছিলেন আর কুকথা ও ভৎসনার ভয়ে লোকালয়ে আসছিলেন না। আর এমন এক নিরব স্থানে খেজুরের শুকনো গাছের নিচে বসে ছিলেন যে, যেখানে খাওয়া দাওয়ার কোন বস্তুই ছিলোনা। হঠাৎ হযরত (সায়্যিদুনা) জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام অবতীর্ণ হলেন এবং নিজের পায়ের গোড়ালী মাটিতে মেরে একটি নদী প্রবাহিত করে দিলেন এবং হঠাৎ খেজুরের শুকনো গাছ সতেজ হয়ে পাকা ফল উদ্গীরন করলো আর হযরত (সায়্যিদুনা) জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে আহবান করে এভাবে বললেন:

فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَاۤ اَلَّا تَحْزَنِیْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِیًّا ﴿۲۴﴾ وَ هُزِّیْۤ اِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِیًّا ﴿۲۵﴾ فَكُلِیْ وَ اشْرَبِیْ وَ قَرِّیْ عَیْنًا ۚ

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ২৪-২৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তাকে তার নিম্নদেশ থেকে আহ্বান করলো, 'তুমি দুঃখ করো না, নিশ্চয় তোমার **রব** তোমার নিম্নদেশে একটা নহর প্রবাহিত করে দিয়েছেন এবং খেজুর বৃক্ষের গোড়া ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তখন তোমার উপর তাজা-পাকা খেজুরসমূহ ঝরে পড়বে। সুতরাং তুমি আহার করো এবং পান করো আর চোখ জুড়াও।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুকনো গাছে ফল হওয়া এবং হঠাৎ নদী প্রবাহিত হয়ে যাওয়া, নিঃসন্দেহে এই দু'টি হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর কারামত। হযরত বিবি মরিয়ম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا যখন শিশু ছিলেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের মেহরাবে ইবাদত করতেন তখন কোন কষ্ট করা ছাড়া অসময়ে মৌসুমি ফল পেতেন। কিন্তু হযরত (সায়্যিদুনা) ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর জন্মের পর পাকা খেজুর তো হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا অবশ্যই পেতেন। কিন্তু **আল্লাহ তায়ালা** আদেশ করলেন যে, খেজুরের মূল নাড়াও তবেই তুমি খেজুর পাবে। জানতে পারলাম যে, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তানের জন্মদাতা না হয়, ততক্ষণ তার বিনা পরিশ্রমেও রুজি অর্জিত হয়ে যায় এবং সে কোথাও না কোথাও খাওয়া দাওয়া করে নেয়। কিন্তু যখন মানুষ সন্তানের জন্মদাতা হয়ে যায়, তখন তার উপর আবশ্যক যে, পরিশ্রম করে রিযিক অন্বেষণ করা। দেখুন হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তানের মা ছিলেন না, তখন কোন পরিশ্রম ছাড়া তিনি ইবাদত খানার মেহরাব থেকে ফলের রুজি পেয়ে যেতেন। কিন্তু যখন তাঁর সন্তান হযরত (সায়্যিদুনা) ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর জন্ম হয়ে গেলো তখন **আল্লাহ তায়ালার** আদেশ হলো যে, খেজুরের গাছকে নাড়ো এবং পরিশ্রম করো আর এর পরিবর্তে খেজুর পাবে। (আযায়িবুল কোরআন, ১৬৮ পৃষ্ঠা)

আব তক আউলাদ সে জু হে মাহরুম, উন কি ভর গোদ এ্যয় রাব্বে কাইয়ুম,
সব কো রহমত কি আপনি আতা কি, মেরে মাওলা তু খয়রাত দেয় দেয়।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখনই যে ঘটনাটি শুনলাম, এই ঘটনাটি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"আযায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন"** থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে এছাড়াও উপদেশ ও শিক্ষনীয় মাদানী ফুল সম্বলিত অনেক চিত্তকর্ষক কোরআনী ঘটনা এবং অন্যান্য রূপক কাহিনী (Parables) বিদ্যমান।

"বেটে কো নসীহত" রিসালার পরিচিতি

নামায ও যাকাত আদায় করা, পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করা এবং আখিরাতের ভাবনার প্রেরণা পেতে মাকাতাবাতুল মদীনার রিসালা "বেটে কো নসীহত" অধ্যয়ন করা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ খুবই উপকারী সাব্যস্ত হবে। এই রিসালাটি

www.dawateislami.net

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর একটি আরবি রচনার উর্দূ অনুবাদ। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই রিসালায় জ্ঞানার্জনের ও অধ্যয়নের উদ্দেশ্য, মুর্শিদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনিয়তা, কামিল পীরের ২৬টি গুণাবলী, লৌকিকতা এবং এর চিকিৎসা, জ্ঞানের উপর আমল করার বরকত এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক উপদেশ বিদ্যমান, সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিন, নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও পড়তে উৎসাহিত করুন। দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নিজেদের প্রতিটি গুনাবলীতে অনন্য হয়ে থাকে, **আল্লাহ তায়ালা** তাঁদের এমন এমন উৎকর্ষতা ও মুজিযা দ্বারা ধন্য করেন যে, যা শুনে জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ তায়ালার** প্রিয় নবী হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কেও উভয় জগতের সৃষ্টিকর্তা **আল্লাহ তায়ালা** অসংখ্য মুজিযা দান করেন এবং বাল্যকাল থেকে তাঁর পবিত্র সত্ত্বা থেকে নবুয়তের প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। আসুন! হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর বাল্যকালের একটি আশ্চার্যজনক ঘটনা শ্রবণ করি এবং ঈমানকে সতেজ করি।

শিশুকালেই কথা বললেন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا হযরত (সায়্যিদুনা) ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কোলে নিয়ে বনী ইসরাঈলের লোকালয়ে তাশরীফ আনলেন, তখন জাতি তাঁর প্রতি مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ কুকর্মের অপবাদ দিলো এবং লোকেরা বলতে শুরু করে দিলে যে, হে মরিয়ম! তুমি এটি খুবই মন্দ কাজ করেছো। অথচ তোমার পিতার কোন মন্দ স্বভাব ছিলো না এবং তোমার মা'ও কুকর্মকারী ছিলেন না। স্বামী ছাড়া তোমার সন্তান কিভাবে (জন্ম) হলো? যখন জাতি অনেক বেশী ভৎর্সনা এবং কুকথা বলছিলো তখন হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বললেন: এই শিশু থেকে তোমরা সবকিছু জিজ্ঞাসা করে নাও। তখন লোকেরা বললো যে, আমরা এই শিশু থেকে কি ও কেন এবং কিভাবে কথা বলবো? এ তো এখনো শিশু। জাতির এই

www.dawateislami.net

কথা শুনে হযরত (সায়্যিদুনা) ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বক্তব্য দেয়া শুরু করলেন। যার আলোচনা **আল্লাহ তায়ালা** কোরআনে করীমে এভাবে ইরশাদ করেন:

قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰنِیَ الْكِتٰبَ وَ جَعَلَنِیْ نَبِیًّا ﴿۳۰﴾ وَّ جَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا اَیْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَ اَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَیًّا ﴿۳۱﴾ وَّ بَرًّۢا بِوَالِدَتِیْ ۫ وَ لَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا ﴿۳۲﴾ وَ السَّلٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُّ وَ یَوْمَ اَمُوْتُ وَ یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا ﴿۳۳﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৩০-৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: শিশুটি বললো, 'আমি **আল্লাহ**র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী) করেছেন, আর তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন আমি যেখানেই থাকি না কেন এবং আমাকে নামায ও যাকাতের তাকীদ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি, আর আমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহারকারী এবং আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি; এবং ওই শান্তি আমার প্রতি যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি এবং যেদিন আমার মৃত্যু হবে আর যেদিন জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবো'।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি হযরত (সায়্যিদুনা) ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর মুজিযা, জন্মের পরেই এরূপ বাকপটু সুন্দর বক্তব্য দিয়েছিলেন। এই বক্তব্যে (Speech) সর্বপ্রথম তিনি (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) নিজেকে **আল্লাহ তায়ালা**র বান্দা বললেন। যেনো কেউ তাঁকে **খোদা** বা **খোদা**র সন্তান বলতে না পারে, কেননা লোকেরা ভবিষ্যতে তাঁর প্রতি অপবাদ দিবে এবং এই অপবাদ **আল্লাহ তায়ালা**র প্রতি হতো। এই কারণেই তাঁর রিসালতের পদমর্যাদার চাহিদা এটাই ছিলো যে, নিজের আম্মাজানের (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا) প্রতি দেয়া অপবাদ মিটানোর পূর্বে ঐ অপবাদকে নিশ্চিহ্ন করা, যা **আল্লাহ তায়ালা**র প্রতি লাগানো হতো, اَللّٰهُ اَكْبَر আসলেই **আল্লাহ তায়ালা** যাঁকে নবুয়তের মর্যাদা দান করে থাকেন তাঁর জন্ম খুবই পবিত্র এবং উত্তম ও নিখুঁত হয়ে থাকে আর বাল্যকালেই তাঁর নবুয়তের প্রভাব প্রকাশিত হতে থাকে।

(আযায়িবুল কোরআন, ১৭০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর বক্তব্য থেকে আমরা এই মাদানী ফুলও পাই যে, নামায ও যাকাত আদায় করা

www.dawateislami.net

এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ববহার করা খুবই পুরোনো ইবাদত আর আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام পছন্দনীয় পদ্ধতি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এটি এমন সুন্দর ইবাদত যে, পবিত্র শরীয়তও আমাদের এই বিষয়ে আদেশ দিয়েছে, কিন্তু আফসোস! এখন মসজিদ খালি পরে আছে আর গুনাহের আড্ডা পরিপূর্ণ দেখা যাচ্ছে, যাকাত বের করার বিষয়ে টাল বাহানা করা হচ্ছে, যাকাতের অধিকারীরা দুয়ারে দুয়ারে ধাক্কা খেতে বাধ্য হয়ে গেছে, ঐ মা যার পদতলে রয়েছে জান্নাত, সেই মায়ের সাথে অসদাচরন করা হচ্ছে, মুসলমানদের কি হয়ে গেছে? আমাদের মসজিদ আবারো কখন পরিপূর্ণ হবে? কবে নামাযী বৃদ্ধি পাবে? কতদিন এভাবে যাকাত আদায়ে অলসতা করতে থাকবে? এভাবে আর কতদিন চলতে থাকবে?

নামায ও রোযা ও হজ্ব ও যাকাত কি তৌফিক
আতা হো উম্মতে মাহবুব কো সদা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনিতে তো হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর পবিত্র সত্ত্বা থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুজিযার প্রকাশ ঘটেছে কিন্তু কিছু মুজিযা এমনও প্রকাশিত হয়েছে যে, যা খুবই প্রসিদ্ধ। আসুন! সেই মুজিযা সম্পর্কে বিস্তারিত শ্রবন করি।

(১) পাখি সৃষ্টি করা

যখন হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নবুয়তের দাবী করলেন এবং মুজিযা দেখালেন তখন লোকেরা আবেদন করলো যে, আপনি একটি বাদুড় সৃষ্টি করুন। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام মাটি দিয়ে একটি বাদুড়ের আকৃতি বানালেন অতঃপর দম করতেই তা উড়তে লাগলো। (খাযিন, আলে ইমরান, ৪৯নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২৫১)

"বাদুড়" এর বিশেষত্ব হলো যে, তা উড়ন্ত প্রাণীদের মধ্যে খুবই আশ্চার্যজনক এবং কুদরতের সত্যতা প্রমাণে অন্যান্যদের চেয়ে বেশী উপযোগী, কেননা তারা পাখা ছাড়াই উড়তে পারে, দাঁত আছে, হাসে এবং বাচ্চা প্রসব করে, অথচ উড়ন্ত প্রাণীদের মধ্যে এসব বিষয় নেই।

(তাফসীরে জামাল, আলে ইমরান, ৪৯নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৪১৮)

www.dawateislami.net

(২) কুষ্টরোগীদের আরোগ্য প্রদান

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ঐ সমস্ত রোগীদেরও আরোগ্য দিতেন, যার শ্বেতরোগ (এক প্রকার রোগ, যা দুষিত রক্তের কারণে শরীরে সাদা দাগ হয়ে যায়) শরীরে ছড়িয়ে গেছে এবং চিকিৎসক তার চিকিৎসা করতে অপারগ হয়ে যায়, যেহেতু হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান খুবই সমৃদ্ধশালী ছিলো এবং চিকিৎসার অভিজ্ঞরা চিকিৎসা বিষয়ে খুবই দক্ষতা অর্জন করতো, তাই তাদেরকে এরূপ মুজিযা দেখানো হয়েছে, যেনো চিকিৎসা বিজ্ঞানে যার চিকিৎসা সম্ভব নয়, তাদের সুস্থ করে দেয়া নিঃসন্দেহে মুজিযা এবং নবুয়তের প্রমাণ (Proof) বহন করে। হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বাণী হলো যে, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নিকট রোগীর ভিড় লেগে যেতো, তাদের মধ্যে যারা হাঁটতে পারতো তারা তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে যেতো আর যারা হাঁটতে পারতো না তাদের নিকট স্বয়ং তাশরীফ নিয়ে গিয়ে দোয়া করে তাদেরকে সুস্থ করতেন এবং নিজের রিসালতের প্রতি ঈমান আনার শর্ত আরোপ করতেন। **(খাযিন, আলে ইমরান, ৪৯নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২৫১)**

(৩) মৃতকে জীবিত করা

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام চারজন ব্যক্তিকে জীবিত করেন, (১) একজন দরিদ্র লোক, যার প্রতি ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর আন্তরিক ভালবাসা ছিলো, যখন তার অবস্থা বেহাল হলো তখন তার বোন হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে অবগত করলেন, কিন্তু সে হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর থেকে তিনদিনের দূরত্বে ছিলো। যখন তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তিনদিন পর সেখানে পৌঁছলেন তখন জানতে পারলেন যে, তার ইন্তিকাল তিনদিন পূর্বে হয়ে গেছে। হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তার বোনকে বললেন: আমাকে তার কবরে নিয়ে চলো। সে নিয়ে গেলো, হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **আল্লাহ তায়ালার** নিকট দোয়া করলেন, যার কারণে দরিদ্র লোকটি **আল্লাহ তায়ালার** আদেশে জীবিত হয়ে কবর থেকে বাইরে এসে গেলো, অনেকদিন জীবিত ছিলো এবং তার ঘরে সন্তানও হয়েছিলো। (২) দ্বীতিয়টি এক বৃদ্ধের পুত্র ছিলো, যার জানাযা হযরত

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো, তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তার জন্য দোয়া করলেন, সে জীবিত হয়ে জানাযা বহনকারীদের কাঁধ থেকে নেমে গেলো, কাপড় পরিধান করলো এবং ঘরে ফিরে গেলো, অতঃপর অনেকদিন জীবিত ছিলো আর তার সন্তানও হয়েছিলো। (৩) তৃতীয়জন একজন বালিকা ছিলো, যে সন্ধ্যার সময় মৃত্যুবরণ করলো এবং **আল্লাহ তায়ালা** হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর দোয়ায় তাকে জীবিত করলেন। (৪) চতুর্থজন শাম বিন নূহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ছিলেন, যার মৃত্যুর হাজারো বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিলো। লোকেরা আবেদন করলো যে, আপনি তাকে জীবিত করুন! সুতরাং তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাদের দেখানো কবরে পৌঁছলেন এবং **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট দোয়া করলেন। শাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শুনলো যে, কোন ঘোষনাকারী বলছে: "اَجِبْ رُوْحَ الله" (অর্থাৎ হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর কথা শুনো) একথা শুনতেই তিনি ভয়ে দাড়িয়ে গেলেন এবং তিনি ধারণা করলেন যে, কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, যার ভয়ে তার মাথার অর্ধেক চুল সাদা হয়ে গেলো, অতঃপর তিনি হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর প্রতি ঈমান আনলেন এবং তিনি হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নিকট আবেদন করলেন যে, দ্বীতিয়বার যেনো তাঁর মৃত্যুর যন্ত্রণা না হয়, মৃত্যু যন্ত্রণা ছাড়াই তাঁকে যেনো ফিরিয়ে দেয়া হয়, সুতরাং তখনই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেলো।

(তাফসীরে জামাল, আলে ইমরান, ৪৯নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৪১৯)

(৪) অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান

যখন হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام রোগীদের সুস্থ করলেন এবং মৃতদের জীবিত করলেন, তখন অনেকে বললো যে, এগুলোতো যাদু (Magic) এবং কোন মুজিযা দেখান, তখন তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: যা তোমরা খাও এবং যা তোমরা জমা করে রাখো, আমি তোমাদের সে সম্পর্কে জানাচ্ছি, সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর মুবারক সত্ত্বা দ্বারা এই মুজিযাটিও প্রকাশিত হলো যে, তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام মানুষদের বলে দিতেন যে, তারা কাল যা খেয়েছিলো এবং যা আজকে খাবে এবং যা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছে। হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নিকট অনেক শিশু এসে জমা হয়ে যেতো, তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাদেরকে বলতেন যে, তোমাদের ঘরে অমুক জিনিস বানানো হয়েছে, তোমাদের

www.dawateislami.net

পরিবারের লোকেরা অমুক অমুক জিনিস খেয়েছে, অমুক জিনিস তোমাদের জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছে, শিশুরা বাড়ি যেতো এবং বাড়ির লোকদের থেকে সেই জিনিসই চাইতো। বাড়ির লোকেরা সেই জিনিস দিতো এবং তাদেরকে বলতো যে, তোমাদের একথা কে বলেছে? শিশুরা বলতো: হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام, তখন লোকেরা তাদের সন্তানদেরকে তাঁর নিকট যেতে বাধাঁ দিতো এবং বলতো যে, তিনি যাদুকর। **(তাফসীরে কুরতুবী, আলে ইমরান, ২য় আয়াতের পাদটিকা, ৪৯/৭৪ ও আল জুযইর রা'বেয়ে, আলে ইমরান, ৪৯নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৪২০)**

১২টি মাদানী কাজের একটি "ছুটির দিনের ইতিকাফ"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম যে, **আল্লাহ তায়ালা** হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে অসংখ্য ক্ষমতা দ্বারা ধন্য করেছেন, তাইতো তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **আল্লাহ তায়ালার** আদেশে পাখি সৃষ্টি, মৃতকে জীবিত এবং শ্বেত (সাদা দাগ বিশিষ্ট) রোগীদের আরোগ্য দান করতেন, এমনকি অদৃশ্যের সংবাদও দিতেন। আফসোস যে, মন্দ সহচর্যে থাকার কারণে অনেক সময় মানুষ আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে উজ্জাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর ক্ষমতার বিষয়ে শয়তানী কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে মুজিযা ও কারামতকে অস্বীকার করে ধ্বংসযজ্ঞতার অতল গহবরে নিক্ষিপ্ত হয়ে যায় সুতরাং মন্দ সহচর্য থেকে বাঁচুন এবং সৎ সহচর্য অবলম্বন করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শয়তানের উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়ে যাবে। মনে রাখবেন! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাথে সম্পৃক্ত হওয়াও সৎ সহচর্য পাওয়ার অনন্য উপায়, সুতরাং আপনিও এই মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থাকুন এবং যেলী হালকার **১২টি** মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করুন। **১২টি** মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি কাজ হলো **"ছুটির দিনের ইতিকাফ"**। ছুটির দিন শহরের দূর্বল এলাকা এবং পার্শবর্তী গ্রামে গিয়ে সেখানকার মসজিদ পূর্ণ করার পাশাপাশি স্থানীয় আশিকানে রাসূলকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে ইলমে দ্বীন শিখা ও শেখানো উৎসাহ প্রদান করা হয়। ❁ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **ছুটির দিনের ইতিকাফে** ইসলামী ভাইদের সুন্নাত ও আদব এবং মাদানী দরস ইত্যাদি শেখানোর অত্যন্ত উপকারী একটি মাধ্যম। ❁ **ছুটির দিনের ইতিকাফের** বরকতে মসজিদ পরিপূর্ণ হয়। ❁ **ছুটির দিনের ইতিকাফের** বরকতে মসজিদে অতিবাহিত করা প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদত হিসেবে

www.dawateislami.net

গণ্য হয়। ❋ **ছুটির দিনের ইতিকাফের** বরকতে মসজিদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এবং তাতে অত্যধিক সময় অতিবাহিত করার ফযীলত অর্জিত হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের অধিকতর সময় মসজিদের অতিবাহিত করার অনেক ফযীলত রয়েছে যে,

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে দেখো যে, সে মসজিদে অধিকহারে আসা যাওয়া করছে, তবে তার ঈমানের সাক্ষ্য দাও, কেননা **আল্লাহ তায়ালা** ১০ম পারার সূরা তাওবার ১৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ

(পারা ১০, সূরা তাওবা, আয়াত ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহর মসজিদসমূহের তারাই আবাদ করে, যারা **আল্লাহ** ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান আনে, নামায কায়েম রাখে, যাকাত প্রদান করে।

(তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, বাবু মা'জা ফি হুরমাতুস সালাত, ৪/২৮০, হাদীস নং-২৬২৬)

হাদীসে পাকের এই অংশ (তবে তার ঈমানের সাক্ষ্য দাও) এর আলোকে প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: কেননা এই বিষয়টি হলো ঈমানের নিদর্শন। মনে রাখবে যে, এই সাক্ষ্য এমনই যেমন কারো পোষাক ও আকার আকৃতি দেখে আমরা তাকে মুমিন মনে করি এবং বলি। সাক্ষ্য দ্বারা উদ্দেশ্য অকাট্য সিদ্ধান্ত নয়। (মুফতী সাহেব আরো বলেন:) এখানে মসজিদের আবাদি দ্বারা মসজিদের লাইটিং করা, একে সাজানো সব কিছু অর্ন্তভূক্ত। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৪৪৪-৪৪৫)

আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি:

আমি ঘুড়ি উড়ানোর আগ্রহী ছিলাম!

বাবুল মদীনার (করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের অতীত জীবন গুনাহে অতিবাহিত হচ্ছিলো, ঘুড়ি উড়ানোর নেশায় মত্ত ছিলো, ভিডিও গেমস ও মার্বেল খেলা ইত্যাদি তার ব্যস্ততায় অর্ন্তভূক্ত ছিলো। প্রত্যেকের কাজে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা, মানুষের সাথে ঝগড়া করা, কথায় কথায় মারামারি করা ইত্যাদি মন্দ কাজে সে গ্রেফতার ছিলো। সৌভাগ্যবশতঃ এক ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশে সে রমযানুল মুবারকের শেষ ১০দিন তার এলাকার মসজিদে ইতিকাফকারী হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

যেখানে সে অনেক ভাল ভাল স্বপ্ন দেখতে লাগলো এবং খুবই প্রশান্তি অনুভব করলো। এরপর সে আরো দুই বছর ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করলো। একবার তাদের মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মারকয ফয়যানে মদীনায় (বাবুল মদীনা, করাচী) অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়ে গেলো। একজন মুবাল্লিগ সুন্নাতে ভরা বয়ান করছিলো, যে সাদা পোশাক ও খয়েরী চাদরে আবৃত, মুখে এক মুষ্ঠি দাঁড়ি আর মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজানো ছিলো। এমন উজ্জ্বল চেহারা সে জীবনে প্রথমবারই দেখলো। মুবাল্লিগের চেহারার আকর্ষণ ও উজ্জলতা তার হৃদয় কেড়ে নিলো আর সে **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সে এক মুষ্ঠি দাঁড়িও সাজিয়ে নিয়েছে।

বিগড়ে আখলাক সারে সনওয়ার জায়েঙ্গে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
জামে ইশকে মুহাম্মদ ভি হাত আয়ে গা, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪০-৬৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালা রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও অসংখ্য মুজিযা দান করেছেন বরং তাঁর মুজিযার সমষ্টি হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর মুজিযা থেকেও বেশী। আসুন! কয়েকটি মুজিযা সম্পর্কে শ্রবণ করি।

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এবং ঈসারও আক্বা ﷺ এর মুজিযা

হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام মৃতদের জীবিত এবং অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি ও কুষ্ঠ (সাদা দাগ বিশিষ্ট চামড়ার) রোগীকে ভাল করে দিতেন। আর **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও মৃতকে জীবিত এবং অন্ধকে দৃষ্টি ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দিতেন। যখন খায়বার বিজয় হয় তখন সেখানে একজন অমুসলিম মহিলা **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বিষযুক্ত ছাগলের মাংস উপহার স্বরূপ পাঠালো, **হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছাগলের বাহু নিলেন এবং তা থেকে কিছু খেলেন, সেই বাহু বললো যে, আমার মাঝে বিষ আছে। (শরহে যুরকানি, আল মাকছাদুল আউয়াল..., ৩/২৯০) এটি

www.dawateislami.net

মৃতকে জীবিত করার চেয়েও মহৎ, কেননা এটি হলো মৃতের একটি অংশ জীবিত হওয়া, অথচ এর অবশিষ্ট অংশ যা এর থেকে আলাদা ছিলো তা মৃতই ছিলো।

ইক দিল হামারা কিয়া হে আ'যার উস কা কিতনা,
তুম নে তু চলতে ফিরতে মুরদে জীলা দিয়ে হে। (হাদায়িকে বখশীশ, ১০১ পৃষ্ঠা)

পঙতিটির ব্যাখ্যাঃ ইয়া **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার দুঃখকে দূর করা তো আপনার জন্য নগন্য বিষয়, কেননা আপনি তো চলতে ফিরতে মৃতকে জীবিত করে দেন, তবে আমার অন্তর আর এমন কি।

হযরত সায়িদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام মাটি দিয়ে পাখি বানালেন আর বদরের যুদ্ধে হযরত সায়্যিদুনা উক্কাশা বিন মিহসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর তলোয়ার ভেঙ্গে গেলে তখন আমার **নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে একটি শুকনো কাঠ প্রদান করলেন, তিনি নিজের হাতে নিয়ে নাড়তেই তা সাদা ধবধবে শক্তিশালী তলোয়ার হয়ে গেলো।

(শরহে যুরকানি, আল মাকচদিল আউয়াল, বাবঃ গযওয়াতি বদরুল কুবরা, ২/৩০১) (সীরাতে রাসূলে আরবী, ৫৫২-৫৫৯ পৃষ্ঠা)

জিস কে তলোয়ার কা ধোওন হে আ'বে হায়াত
হে ওহ জানে মাসীহা হামারা নবী।

পঙতিটির ব্যাখ্যাঃ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمপবিত্র পা মুবারক ধৌত পানি হচ্ছে আ'বে হায়াত থেকে উত্তম, আমাদের **নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জীবন দানকারীদেরও জীবন দান করেন, মসীহাদের জীবনও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায়।

হে লবে ঈসা সে জান বখশী নিরালী হাত মে
সঙরেযী পা'তে হে শে'রেঁ মাকালী হাত মে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর মুবারক জীবনের আলোকিত দিকসমূহ হতে একটি অতি উজ্জল দিক হলো যে, তাঁর পবিত্র দৃষ্টি আমাদের মতো দোষ এবং ত্রুটি খোঁজাতে লিপ্ত ছিলো না, আমরা তো জীবিত বা নিষ্প্রাণ জিনিসে দোষ ত্রুটি ও অস্পূর্ণতা ছাড়া আর কিছুই দেখি না। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তো ঐ মহান পয়গাম্বর, যিনি নির্বাক প্রাণী সম্পর্কেও মন্দ বলা থেকে সর্বদা নিজের মুখকে নিরাপদ রাখতেন।

www.dawateislami.net

মৃত কুকুরের দোষ ত্রুটি বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকো

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রচনা **"গীবত কি তাবাকারিয়াঁ"** এর ২৭৫ পৃষ্ঠায় বলেন: হযরত সায়্যিদুনা মালেক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একদা হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام একটি মৃত কুকুরের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, হাওয়ারী তথা তাঁর অনুসারীরা বললো: এ কুকুরটি খুবই দুর্গন্ধময়! হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: এর দাঁতগুলো কি **ধবধবে সাদা**! এ উক্তি দ্বারা যেনো তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাদেরকে সে মৃত কুকুরটির **গীবত** থেকেও নিষেধ করেছেন এবং তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, অবলা জীবজন্তুদেরও উত্তম দিকগুলো আলোচনা করতে হবে। **(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু আ'ফাতিল লিসান, ৩/১৭৭)**

হুসনে আখলাক মিলে ভিক মে ইখলাস মিলে
ইক ভিখারী হে খাড়া আ'প কে দরবার তে পাস। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর আচরণ কিরূপ সুন্দর চিলো যে, যিনি মানুষের পাশাপাশি পশুদের সাথেও অসদাচরণ থেকে বিরত থাকতেন, ভাবুন! তবে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আচরণের অবস্থা কিরূপ হবে, যাঁর প্রতি প্রভাবিত হয়ে অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে। আহ! যদি আমরাও এই নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বদের সদকায় সদাচরণে অধিকারী এবং অসদাচরণ থেকে মুক্তি পেতে সফল হয়ে যাই। সদাচরণের অধিকারী হওয়ার একটি উপায় হলো ফয়যানে আম্বিয়া ও আউলিয়া দ্বারা সমৃদ্ধ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** ১০৪টি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে **"মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ"**। শায়খে তরিকত, আমীরে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা ১৪০৬ হিজরী (১৯৮৬ সালে) শুরু করেন এবং সর্বপ্রথম বয়ানের অডিও ক্যাসেট প্রকাশ করা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাকতাবাতুল মদীনা এই

www.dawateislami.net

সংক্ষিপ্ত সময়ে যে উন্নতি করেছে তা অতুলনিয়। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে যেভাবে সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং মেমোরী কার্ড দুনিয়া জুড়ে পৌঁছে যাচ্ছে, তেমনিভাবে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাবও প্রকাশনায় সমৃদ্ধ হয়ে লাখো লাখ মানুষের হাতে পৌঁছে সুন্নাতের মাদানী ফুল বিলিয়ে যাচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই পর্যন্ত দুনিয়াজুড়ে মাকতাবাতুল মদীনার ৪৫টি শাখা খোলা হয়েছে।

আল্লাহ করম এ্যয়সা করে তুঝ পে জাহাঁ মে, এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচি হো!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কিয়ামতের নিদর্শন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! বর্তমানে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আসমানে জীবিত অবস্থায় রয়েছেন এবং কিয়ামতের পূর্বে **হুযুর নবীয়ে আকরাম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত হয়ে দুনিয়ায় তাশরীফ নিয়ে আসবেন, যেমনটি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আমার উম্মতের খলিফা হয়ে অবতরন করবে। (মাদারিক, আলে ইমরান, ৫৫নং আয়াতের পাদটিকা, ১৬৩ পৃষ্ঠা) হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام অবতরণের পূর্বে কিয়ামতের কিছু নিদর্শনও প্রকাশ পাবে। যেমনটি

সদরুশ শরীয়ত, বদরুত তরিকত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার পূর্বে কিছু নিদর্শন প্রকাশ পাবে। জ্ঞান উঠে যাবে, অজ্ঞতার আধিক্য হবে, অপকর্ম বৃদ্ধি পাবে, দ্বীনের উপর অটল থাকা এমন কষ্টসাধ্য হবে যেমন হাতের মুঠোয় জ্বলন্ত কয়লা নেয়া, যাকাত দেয়া মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য হবে যে, একে জরিমানা মনে করবে। পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে, পিতামাতার অবাধ্যতা করবে, গানবাজনার আধিক্য হবে, দাজ্জাল প্রকাশ্যে আসবে, সে চল্লিশ দিনে মক্কা মদীনা ছাড়া পুরো দুনিয়ায় চষে বেড়াবে, তার ফিতনা খুবই ভয়াবহ হবে, সে নিজেকে **খোদা** দাবী করবে, যে তার প্রতি ঈমান আনবে তাকে তার জান্নাতে নিক্ষেপ করবে এবং যে অস্বীকার করবে তাকে তার দোযখে প্রবেশ করাবে। অনেক ভেলকি দেখাবে এবং বাস্তবে এসব হবে যাদুর

www.dawateislami.net

কারিশমা, যার বাস্তবতার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। অতঃপর হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام আসমান থেকে দামেশকের জামে মসজিদের পূর্ব মিনারে অবতরন করবে, অভিশপ্ত দাজ্জাল হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নিশ্বাসের সুগন্ধে গলতে শুরু করবে, যেমন পানিতে লবন গলে যায়, তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তার পিটে বল্লম মারবে, তাতে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/১১৬-১২২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের এই সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আমরা শুনলাম যে,

- ❖ হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام জীবিত আছেন এবং কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়ায় তাশরীফ নিয়ে আসবেন।
- ❖ হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام অনাড়ম্বরতা পছন্দ করতেন এবং তাকওয়া ও অল্পেতুষ্টতা অবলম্বন করতেন।
- ❖ হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর আম্মাজান জান্নাতি মহিলাদের সর্দার।
- ❖ হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর আম্মাজানের জান্নাতুন নাঈমে **কাওসার ও জান্নাতের মালিক, হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হবে।
- ❖ হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام জন্ম লাভ করতেই কথা বলেছেন এবং নিজের বান্দেগী ও আম্মাজোনের পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়েছেন।
- ❖ হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام পাখি সৃষ্টি, মৃতকে জীবিত এবং শ্বেত রোগীদেরকে আরোগ্য দান করতেন।
- ❖ হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام পশুদের আলোচনাও উত্তম শব্দ দ্বারা করতেন।
- ❖ হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নিজের মুখ মুবারককে সর্বদা মন্দ কথা থেকে নিরাপদ রাখতেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সুন্নাতে আ'ম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করেঁ নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কথাবার্তা বলার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে কথাবার্তা বলার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি:

❀ মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন। ❀ মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহ ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব রাখুন। ❀ চিৎকার করে কথাবার্তা বলা থেকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকুন। ❀ চাই একদিনের বাচ্চাও হোকনা কেন ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও আপনি বলে সম্বোধন করার অভ্যাস করুন, আপনার চরিত্রও উত্তম হবে সাথে সাথে বাচ্চাও ভদ্রতা শিখবে। ❀ কথাবার্তা কালীন পর্দার স্থানে হাত লাগানো, থুথু ফেলতে থাকা, আঙ্গুলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, অন্যজনের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ, ভাল অভ্যাস নয়, এগুলোর কারণে অন্যান্যদের ঘৃণার সৃষ্টি হয়। ❀ যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলবে মনোযোগ সহকারে শুনুন, তার কথা কেটে নিজের কথা শুরু করা সুন্নাত নয়। ❀ বেশী কথা বলা এবং বারবার অট্টহাসি দেওয়াতে প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। ❀ কারো সাথে কোন কথাবার্তা বলতে কোন সঠিক উদ্দেশ্য থাকা চাই, সর্বদা শ্রোতার যোগ্যতা ও মনমানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত। ❀ খারাপ আলাপ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সর্বদা বিরত থাকুন গালি গালাজ থেকে বিরত থাকুন এবং মনে রাখবেন যে, কোন মুসলমানকে শরীয়তের অনুমতি ছাড়া গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১২৭) এবং অশ্লীল কথোপকথন কারীর জন্য জান্নাত হারাম। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

ইরশাদ করেন: ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে। (কিতাবুস সামত মাআ মাওসূআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭/২০৪, হাদীস নং-৩২৫)

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

মুঝকো জযবা দেয় সফর করতা রাহো পরওয়ারদিগার,
সুন্নাতোঁ কি তরবিয়্যত কে কাফেলে মে বারবার। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি

www.dawateislami.net

চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net